সতীর দেহত্যাগ

পরিবেশনায় চিত্র পরিবেশক লিঃ ২৬-২-54

শ্যামলী চিত্র প্রতিষ্ঠানের

প্রথম পৌরাণিক চিত্র

সতীর দেহত্যাগ

চরিত্র-চিত্রণে

দীপ্তি রায়, কমল মিত্র, রাজা মুখার্জ্জি, অঞ্জলি রায়, সন্তোষ সিংহ, ভানু বন্দ্যোঃ, বলাই মুখার্জ্জি, শুভেন মুখার্জ্জি, জয়নারায়ণ, দিলীপ রায়, বেচু, ননী মজুমদার, শশাঙ্ক, নমিতা চট্টোঃ, বেলা দত্ত, শিবানী, শ্যামলী, শর্ম্মিষ্ঠারাই, মঞ্জু, বেবী, পূর্ণিমা, মেনকা, শীলা, কমলা, রত্না, মায়া, দুর্গাদাস, আশীষ, নির্ম্মল, ভানু, প্রীতি, ঋষি, ভোলানাথ, সুরেন, কমল মজুমদার, গুপীনাথ, মণিশঙ্কর, ধীরাজ দাস, ৺জীবন গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী (বড়) আশা দেবী প্রভৃতি।

চিত্র-গঠনে ঃ

প্রযোজনা ঃ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান কর্ম্মসচিব ঃ গোকুল সেন
চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সুরযোজনায় ঃ কালীপদ সেন
চিত্র শিল্পে ঃ বিভূতি চক্রবর্ত্তী
নৃত্য-নির্দ্দেশক ঃ অতীনলাল ও প্রোঃ আনন্দম্
রূপ-সজ্জায় ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী
পট-শিল্পে ঃ কবি দাশগুপ্ত
রসায়নাগার ঃ বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ্ লিঃ
পরিচালনায় ঃ মানু সেন
গীত-রচনায় ঃ প্রণব রায় ও মোহিনী চৌধুরী
শিল্প-নির্দ্দেশনায় ঃ সুনীল সরকার
শব্দানুলেখনে ঃ জে, ডি, ইরাণী
সম্পাদনে ঃ দুলাল দত্ত
চিত্রায়ণে ঃ দীপেন ষ্টুডিও
পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ মডার্ণ ড্রেস কোং
কারু-শিল্পে ঃ জীতেন পাল ও হরেণ দাস
ব্যবস্থাপনায় ঃ কৈলাস বাগ্চি

সহকারীতায় ঃ

পরিচালনায় ঃ নারায়ণ ঘোষ ও নীরেণ চক্রবর্ত্তী
চিত্র-শিল্পে ঃ বীরেণ ভট্টাঃ ও তরুণ গুপ্ত
শব্দানুলেখনে ঃ সন্তু বোস
সাজ-সজ্জা ঃ শের আলী ও কার্ত্তিক
যন্ত্র-সঙ্গীতে ঃ সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
শিল্প-নির্দ্দেশ ঃ প্রীতি ঘোষ
সম্পাদনায় ঃ তপেশ্বর, প্রেমানন্দ ও মনোতোষ
ব্যবস্থাপনায় ঃ শম্ভু সরকার
আলোক-নিয়ন্ত্রণে ঃ হেমন্ত, ধ্রুব, তারাপদ ও অনিল
সুরযোজনায় ঃ শৈলেন রায়
রূপ-সজ্জায় ঃ অনাথ, প্রমথ, ও সঞ্জীব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
শ্রীবিমলাপতি মুখার্জ্জী

রীভস্ শব্দ-যন্ত্রে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

পরিবেশনায় চিত্র পরিবেশক লিঃ

কাহিনী—

পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র রাজা দক্ষ কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাশক্তির কৃপালাভ করেন। মহাশক্তির দর্শন পেয়ে তিনি তাঁকে কন্যারূপে পেতে চান। মহাশক্তি বরদান কালে বলেন যে তিনি দক্ষের কন্যারূপেই জন্মগ্রহণ করবেন তার গৃহে কিন্তু তিনি যে দক্ষের কন্যা সে কথা তাঁকে বিস্মৃত হতে হবে। দক্ষ তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে সানন্দে নিজের রাজ্যে ফিরে যান এবং অল্পকাল পরেই মহাশক্তি দক্ষের কন্যা 'সতীর' রূপে তাঁর গৃহে আবির্ভূত হন।

রাজা দক্ষ সতীকে লাভ ক'রে আনন্দে আত্মহারা-কন্যার যত্নের জন্য শত শত দাসদাসী নিযুক্ত ক'রে তার সেবার যাতে কোন ত্রুটী না হয় তার ব্যবস্থা করলেন। দক্ষরাজ মহিষী প্রসূতিও আনন্দে বিহ্বল। বাপ মায়ের নয়নের মণি হয়ে উঠলেন 'সতী'। রাজা দক্ষের অন্যান্য কন্যারা এতখানি আদর যত্ন কোনদিনই পায়নি কিন্তু সতী সকলের চেয়ে বেশী আদরনীয় হয়ে উঠলেন রাজার কাছে। দক্ষরাজ কন্যার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যদের আহ্বান করে তাকে যথেষ্ট সুশিক্ষা দান করলেন এবং রূপেগুণে অতুলনীয়া রাজা কন্যা সতীর জন্য পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন নানাস্থানে।

সতীর কিন্তু বিবাহে আপত্তি। শিশুকাল থেকে শিবপূজায় তিনি থাকতেন মগ্ন, শিবই তাঁর ইষ্ট, সর্বস্ব, পরমপূজ্য, মানুষকে তিনি স্বামীরূপে গ্রহণ করতে

চান না। পিতাকে গিয়ে বললেন বিবাহ করবেন না। দক্ষরাজ পরমস্নেহে কন্যাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তাঁর জন্য ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র, দেবতা, মুনি সকলকে এক স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ জানাবেন, সেখানে সতীই নিজে তাঁর পতি নির্বাচন

করে নেবেন, তাহলে নিশ্চয় আপত্তি হবেনা তাঁর। সতী তাইতেই রাজী হলেন।

দক্ষরাজার আসক্তি ছিল ঐশ্বর্য্যের উপর—ঐশ্বর্য্য তিনি ভালবাসতেন এবং কন্যাকেও ঐশ্বর্য্যবান্ কোন দেবতা বা রাজপুত্রের হাতে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সতী শিব ছাড়া তো আর কারুর মধ্যে ঐশ্বর্য্য দেখতে পাননি তাই সভায় ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকেই খুঁজতে লাগলেন। কোন রাজপুত্রকে গ্রহণ করতে পারলেন না তিনি ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন শিবকে—এমন সময় তাঁর ডাকে ছুটে এলেন শিব—সতীর বরমাল্য পড়লো তাঁর কণ্ঠে। দক্ষরাজ ক্ষিপ্তের মত ছুটে এলেন বাধা দিতে কিন্তু সভায় নারদ উপস্থিত ছিলেন তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা, বললেন কন্যা স্বেচ্ছায় যার গলায় মালা দিয়েছে তাকেই গ্রহণ করতে হবে আপনাকে। ক্ষোভে দুঃখে দক্ষ স্বয়ম্বর সভা পরিত্যাগ করলেন—অভিমান জমা হয়ে রইল বাপের বুকে।

এরপরে আর এক দুর্ঘটনা ঘটলো। ভৃগুযজ্ঞে শিব যখন পূজা গ্রহণ করেছেন সেই সময় যজ্ঞরাজ আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যেতে শিব তাঁকে সম্মান দেখিয়ে দাঁড়ান নি—দক্ষরাজ জামাতাকে ভুল বুঝে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করলেন। সেই থেকে সতীর বা শিবের নাম উচ্চারণ করতেন না তিনি শুধু তাই নয় শিবকে যজ্ঞে পূজা দিতে হয় বলে তিনি ব্রাহ্মণদের ও যাজ্ঞিকদের যজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন। সমস্ত পৃথিবীর রাজা দক্ষ—তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস কারুর হল না কিন্তু সমস্ত পৃথিবী মরুভূমি হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষ, মড়ক উপস্থিত হল, প্রজারা ব্যাকুল হয়ে দক্ষের কাছে যজ্ঞ করার জন্য প্রার্থনা জানালেন।

তখন দক্ষ বললেন তিনি স্বয়ং এক বিরাট যজ্ঞ করবেন কিন্তু শিবকে সে যজ্ঞে আবাহন করবেন না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি শিবহীন যজ্ঞ সুরু করলেন। নারদকে বললেন ত্রিভুবনকে আমন্ত্রণ জানাতে কিন্তু কন্যা জামাতাকে সংবাদ দিতে নিষেধ করলেন। নারদ ত্রিভুবনকে আমন্ত্রণ করতে গিয়েও পরোক্ষে সতীকে জানিয়ে দিলেন যজ্ঞের কথা।

পিতা বিরাট যজ্ঞ করছেন শুনে সতী বিনা আমন্ত্রণেই যজ্ঞে আসতেই চাইলেন। শিবের নিষেধ মানলেন না—তাঁকে দশমহাবিদ্যারূপ দেখিয়ে বিহ্বল করে—বাধ্য করলেন পিত্রালয়ে যেতে দিতে।

কিন্তু যজ্ঞস্থলে আসতে পিতা শিবের প্রতি কটুক্তি সুরু করলেন, ক্ষোভে অপমানে সতী করলেন দেহত্যাগ। সংবাদ পেয়ে উন্মাদের মত ছুটে এলেন শঙ্কর—সতীর দেহ কাঁধে তুলে তিনি ও তাঁর অনুচরবৃন্দ প্রলয় নৃত্যে যজ্ঞস্থল লণ্ড ভণ্ড করে দিলেন, দক্ষকে করলেন হত্যা। তারপর পৃথিবী আলোড়ন করে ছুটলেন চতুর্দ্দিকে ধ্বংস করতে। সৃষ্টি যায় যায়। অবশেষে নারায়ণ চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে শিবের মমত্ব দূর হল—তিনি শান্ত হয়ে বসলেন। প্রসূতি স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে গেলেন জামাতার কাছে—সে ভিক্ষাও তাঁর মিললো কিন্তু দক্ষ যে মুখে শিবনিন্দা করেছিলেন সেই মুখ আর ফিরে পেলেন না।

সঙ্গীতাংশ

(১)

সং-ভরা এই সংসারেতে
সার জেনেছি গুরুরচরণ
আপন ভোলা ভোলানাথের
চরণে তাই নিলাম শরণ ॥

রয়না তৃষা রয়না ক্ষুধা,
পেলে বাবার চরণ সুধা ;
এক কৌটা এই প্রভুর প্রসাদ
ত্রিতাপ জ্বালা করবে হরণ ॥

শিষ্য যারা দিগম্বরের
কিসের তাদের ঢাক গুড় গুড় ?
ভুত-প্রেতেরা সঙ্গী যখন
কিসের ভয়ে বুক দুর দুর ?

কিসের ব্যাধি কিসের জরা
কিসের বাঁচা কিসের মরা
এই রসের নেশায় যে মজেছে
একই যে তার জীবন মরণ ॥

(২)

প্রভু মিশ মণীশ মষেশ গুণম্
গুণহীণ মহেশ গরলা ভরম্
রণ নির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্
গিরীরাজ সুতান্বিত বামতনুম্
তনু নিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্
বিধি বিষ্ণু শিবস্তুতি পাদযুগম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্
প্রভু মিশ মণীষ মষেশ গুণম্

(৩)

মণি কাঞ্চন অলঙ্কার
মানে যে হার
রূপে তোমার ওগো কাঞ্চন বরণা !
কুসুম কোমল ও তনুলতিকায়
পরো ফুল সাজে পরো না !

কুন্তলে পরো কুন্দ-মুকুল,
কর্ণে দোলাও চম্পক ফুল,
কণ্ঠে দোলাও মন্দার ফুল মালা ;
পরো অঙ্গে ফুল মঞ্জরী মধুর গন্ধ ঢালা।
তোমারে সাজাতে শেফালী বকুল
ঝরায় ফুলের ঝরণা ॥
সাজাতে তোমার রাঙা পদতল
সরশীতে ফোটে শত-শতদল
ফোটে চরণ-পরশে হরষে কুসুম রাজি ;
এস ফুলের মুকুটে, ফুলের মালায়,
ফুল মঞ্জরী সাজি ;
ফুলশর-ভীত হরিণীর মতো
হয়োনা চকিত চরণা ॥

(৪)

তরুণ সুন্দর হে শিব শঙ্কর
আরতি লহ প্রভু প্রণতি লহ
রূপ মনোহর ভোলা মহেশ্বর
আরতি লহ প্রভু প্রণতি লহ
চারু চন্দ্রকলা শোভিছে ভালে
কালনাগ দোলে জটা জুটে জালে
ত্রিলোক বন্দিত দেব মহাদেব
আরতি লহ প্রভু প্রণতি লহ
হে অখিলনাথ শুধু এই বর চাহি
জনমে জনমে তোমারে যেন পাই
হে মহা জীবন হে মহামানব
চরণে তোমার লইনু শরণ
হে সতীর গতি পরম পতি
হে সতীর গতি পরম পতি
আরতি লহ প্রণতি লহ ॥

(৫)

কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ রে
যেন নব বসন্তে সাজে আনন্দে দিগ্‌দিগন্তরে ॥
ফোটে শাখে শাখে ফুল মুঞ্জরী
আসে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি গুঞ্জরী
ঝিরি-ঝিরি-ঝিরি মলয়-সমীরে
বহিছে কুসুম গন্ধরে ॥
আজ শুষ্ক তরুর কণ্ঠ জড়ায়ে দোলে
বনলতা হিন্দোলে,
আজ শূণ্য নির্ঝরে জোয়ার জেগেছে,
ঢেউ নাচে বায়ু-হিল্লোলে ;
আজ সন্ন্যাসী সাজে সংসারী,
ওঠে মিলন বাঁশরী-ঝঙ্কারী
আজ শ্মশান উজলি, জননী এসেছে
আঁখি মেলে খ্যাখ্‌ অন্ধরে ॥

চিত্র পরিবেশক লিঃ এর পরিবেশনায় পরবর্তী চিত্র সম্ভার

এইচ. এন. সি. প্রোডাকসন এর
দ্বিতীয় নিবেদন

কঙ্কাবতীর ঘাট

পরিচালনা
চিত্ত বসু

সুচিত্রা সেন
ও
: উত্তমকুমার :

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠান
লিঃ এর

লক্ষহীরা

পরিচালনা
চিররঞ্জন মিত্র

দীপ্তি রায়, মঞ্জু দে, বিকাশ,
উত্তম প্রভৃতি

চলচ্ছবি লিঃ এর

মেজ বউ

পরিচালনা
দেবনারায়ণ গুপ্ত

সুচিত্রা সেন, বিকাশ, জহর, নিতীশ,
রেণুকা, মলিনা, সুপ্রভা, পাহাড়ী,
অনুপ প্রভৃতি

কে. সি.
প্রোডাকসন এর

তরনী সেন বধ

নিউ থিয়েটার্স রিলিজ

রচনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
পরিচালনা :
কার্ত্তিক চট্টোঃ

বাঙ্গলার মেয়ে

DIGEN Studio

চিত্র পরিবেশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।